সংবাদ প্রতিদিন

Print Date 29 Jan, 2021

# এক রাতের গল্প

**সৌম্যজিৎ মজুমদার শেষ করে ফেললেন তাঁর প্রথম ছবি ‘হোমকামিং’। বলিউডের সায়নী গুপ্ত, তুষার পাণ্ডে ছাড়াও রয়েছেন কলকাতার একঝাঁক প্রতিভাবান অভিনেতা। প্রিয়ক মিত্র**

টিম ‘হোমকামিং’

আবার বছর সাত পরে দেখা হচ্ছে একটি বিপ্লবী ইউথ থিয়েটার গ্রুপের সদস্যদের, এক নবমীর রাতে। আর সেই রিইউনিয়নের গল্প নিয়েই প্রযোজক-অভিনেতা-পরিচালক সৌম্যজিৎ মজুমদারের প্রথম ছবি ‘হোমকামিং’। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সায়নী গুপ্ত, হুসেন দালাল, তুহিনা দাস, সোহম মজুমদার, প্লাবিতা বরঠাকুর, তুষার পাণ্ডে, পূজারিনি ঘোষ, শুভ্র সৌরভ দাশ, সায়ন ঘোষ, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, অপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল প্রমুখ। সৌম্যজিৎকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে ‘গান্ডু’, ‘ক্যাট স্টিকস’, ‘আশিকি ২’, বা ‘হর হর ব্যোমকেশ’-এর মতো ছবিতে। এবার তিনি প্রযোজক ও পরিচালকের ভূমিকায়। এই সিনেমাকে বলা হচ্ছে ‘এপিসোডিক সিনেমা’। কী এই ফর্মের বৈশিষ্ট্য? সৌম্যজিৎ বলছেন, ‘মানুষের অ্যাটেনশন স্প্যান কমে আসছে। তাঁরা এপিসোডিক যে কোনও কিছু দেখতে পছন্দ করছেন। সেক্ষেত্রে সিনেমাকে প্রাসঙ্গিক থাকতে গেলে এই ফর্মেই আসতে হবে। এই ছবির কনটেন্টটা আগে এসেছে, ফর্মটা পরে। দর্শকের অভিজ্ঞতা হবে অনেকটা মিনি এপিসোড দেখার মতো।’ এতজন অভিনেতাকে নিয়ে কাজ, শুটিংয়ে কীরকম সময় লেগেছে? “প্রাথমিকভাবে বাজেটের জন্য ১৬ দিনের শুটের শিডিউল তৈরি হয়। প্রযোজকের সঙ্গে ক্রিয়েটিভ ইন্টারফেয়ারেন্সের জন্য আমি তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। যেহেতু গল্পটা এক রাতের, আমি এগারো রাত শুটিং করেছি, যাতে কাজটা অর্গ্যানিক হয়। অভিনেতাদের সঙ্গে একটি এক মাসের ওয়ার্কশপ করেছিলাম, ফলে তাঁরা সকলেই এক বা দুই টেকেই ওকে করেছেন। তাছাড়া আমি নিজেই লাইন প্রোডাকশন করেছি, কাস্টিং করেছি— এই সবকিছুই আমার নাটকের সত্তা থেকে করেছি। ইউনিটে কারও বয়স ৩৪-এর বেশি নয়। সকলের মধ্যেই টগবগ করছিল উত্তেজনা। একত্র হয়ে ছিলাম সকলে। সব ঝড়ঝাপটার মধ্যেও তাই কাজ হয়ে গেল। রাস্তায় গেরিলা শুট হয়েছে। অভিনেতারা, যেমন ধরুন, সায়নী নিজে ব্লকিং করে দিচ্ছে রাস্তায়। মাস্ক পরে থাকায় অভিনেতাদের চেনা যাচ্ছে না, গেরিলা শুটে এইটা একটা মস্ত সুবিধা,” বলছেন সৌম্যজিৎ। তবে অসুবিধারও সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁদের। সৌম্যজিৎ জানালেন, ‘একটা ড্রামা উইদিন ফিল্ম ছিল। সেই নাটকের গল্প প্রান্তিকদের নিয়ে। সেখানে শুভ্র সৌরভ করছে একজন অর্ধনারীশ্বরের চরিত্র। রাস্তায় তার দিকে পচা ডিম ছোড়া হচ্ছে। আবার যখন বাস্কিং হচ্ছে, তখন মানুষ এসে কিন্তু টাকাও দিয়ে গিয়েছেন।’ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবিই করে যেতে চান? সৌম্যজিৎ বলছেন, ‘আমি কিন্তু পরিকাঠামো শিখেছি ইন্ডাস্ট্রির কাছ থেকে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবিতে একটু ডিজঅর্গানাইজেশন থাকে। এই ছবিটা করতে গিয়ে কিছু শিক্ষাও হল আমাদের।’ এই ত্রিভাষিক ছবির চিত্রনাট্য লেখাকালীনই গোয়ার ফিল্ম বাজারের এনএফডিসি প্রোডিউসার’স ল্যাবে নির্বাচিত হয়েছিল এই ছবি।

সায়নী গুপ্ত

Copyright © 2021 Pratidin Prakashani Pvt Ltd. All rights reserved.